আজ-জাওয়াহিরি, আল-হারারি ও আন-নাযারির আল-কায়দা

এবং অনুপস্থিত ইয়েমেনি প্রজ্ঞা।

দাবিক ৬- হতে সংকলিত

আজ-জাওয়াহিরি, আল-হারারি ও আন-নাযারির আল-কায়দা

এবং অনুপস্থিত ইয়েমেনি প্রজ্ঞা

আবু মাইসারা আশ-শামি

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকূলের প্রভূ, অন্তিম পরিণতি আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তিদের পক্ষে এবং অত্যাচারীদের ব্যতীত কারো প্রতি কোন শত্রুতা নেই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবাগণের উপর।

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)- বলেছেন, "ইয়েমেনের লোকেরা এসে গেছে। তাদের অন্তরগুলো সবচেয়ে নরম। ঈমান হল ইয়েমেনি, ফিকহ হল ইয়েমেনি, এবং প্রজ্ঞা হল ইয়েমেনি।" (বুখারি ও মুসলিমে সংগৃহীত, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায়)

আল-হাফিজ ইবন রাজাব আল-হাম্বালি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেছেন,

"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর এই বাণীর প্রতি চিন্তা করুন 'ঈমান হল ইয়েমেনি, ফিকহ হল ইয়েমেনি, আর প্রজ্ঞা হল ইয়েমেনি।' তিনি এই কথাগুলো ইয়েমেন বাসীদের প্রশংসায় এবং তাদের ফজিলত বর্ণনায় বলেছেন। অতএব, তিনি তাদের ঈমান ও ফিকহ এর সত্যায়ন করেছেন এবং তাদের ঈমান, ফিকহ, ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করার কারণে তাদের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন । এবং আমরা মুসলিমদের মধ্যে এমন কোন দলকে জানি না, যারা ইয়েমেনবাসীদের তুলনায় কথা কম বলেন এবং তর্ক কম করে থাকেন, হোক তা পূর্বযুগে বা পরবর্তী যুগে। অতএব, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, জ্ঞান ও ফিকহ যা আল্লাহ প্রশংসা করেছেন তা হল, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান, যা মানুষকে আল্লাহকে ভালবাসতে এবং আল্লাহর ভালবাসা পেতে সাহায্য করে, আল্লাহকে সম্মান করতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখায়, আর তার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান। এমনই অবস্থা ছিল পূর্বের ইয়েমেনি উলামাদের, যেমন আবু মুসা আল-আশআরি, আবু মুসলিম আল-খাওলানি, উয়াইস আল-কারনি প্রমুখ। তারা এই ইলম এর গণ্ডির বাইরে কখনও যাননি, যেমন একজনের কথার উপর আরেকজনের কথাকে সাংঘর্ষিক

আকারে তুলে ধরা, অত্যধিক পরিমাণে অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ানো [...] এবং অত্যধিকভাবে ঐসব জ্ঞান খুঁজে বেড়ানো যা মানুষের ধার্মিকতাকে বৃদ্ধি করে না, যা কেবল মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, মানুষের অন্তরকে শক্ত করে আল্লাহর যিকির থেকে এবং যে ইলমের মাধ্যমে সর্বদা তার নেতৃত্বের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে। এর কোনটাই উত্তম কাজ নয় এবং নিশ্চয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন সে ইলম থেকে যা মানুষের কোন উপকার বয়ে আনে না। (হাদিসটি জায়েদের বর্ননায় এসেছে মুসলিম শরীফে) অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘‘আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম চাও এবং অনুপোকারী ইলম থেকে পানাহ চাও’ (হাদিসটি ইবন মাজাতে এসেছে জাবিরের বর্ণনায়)। তাঁর থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে এসেছে, ‘‘নিশ্চয় কিছু বিষয়ে অজ্ঞ থাকা ইলমের একটা অংশ। (আবু দাউদ বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন)। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) অতিরিক্ত ও লম্বা কথা অপছন্দ করতেন এবং সংক্ষিপ্ত বয়ান পছন্দ করতেন। এ মর্মে তাঁর থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে, যা এখানে বললে অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। (মাজমু রাসাইল ইবন রাজাব)

তিনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আরও বলেছেন, ‘‘ইবন মাসউদ আরও বলেছেন, ‘তুমি এমন যুগে বসবাস করছ যখন অনেক উলামা আছেন কিন্তু বক্তার সংখ্যা অল্প আর তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে যখন উলামার সংখ্যা হবে অল্প কিন্তু বক্তার সংখ্যা হবে অনেক’। সুতরাং যার ইলম ব্যাপক এবং কথা কম তিনি প্রশংসার যোগ্য আর যার অবস্থা এর বিপরীত সে নিন্দনীয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইয়েমেনবাসীদের ঈমান ও ফিকহের ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন। ইয়েমেনবাসীরা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কম কথা বলেন এবং অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেও সবচেয়ে কম অগ্রসর। কারণ তাদের ইলম তাদের অন্তরের জন্য উপকারী এবং তারা তাদের জবানে ঐ ইলম প্রকাশ করে যা তাদের জন্য উপযোগী আর এটাই হল প্রকৃত ফিকহ এবং উপকারী জ্ঞান।(ফাদল ইলম আস-সালাফ)

আল-হাফিয ইবন রাজাব(আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) এর ‘‘ফাদল ইলম আস-সালাফ আলা ইলম আল-খালাফ’’ পড়ার পরে, তাঁর উক্তি ‘‘ইয়েমেন বাসীরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কম কথা বলে’’ বছরের পর বছর ধরে আমার মাথায় ঘুরছিল। তারপরে আমি সরাসরি এটা উপলব্ধি করি আরব উপদ্বীপ, ইয়েমেন, সিনাই, লিবিয়া এবং আলজেরিয়ার মুজাহিদদের বায়াতের ঘোষণার সময়। কারণ এ পাঁচটি বার্তার মধ্যে ইয়েমেনের বার্তাটি ছিল সবচেয়ে ছোট। এই বার্তার মধ্যে ছিল প্রজ্ঞা, ফিকহ ও ঈমান এবং এর মাধ্যমে তাঁরা তাদের পূর্ণ বিশ্বাসকে স্বল্প এবং সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদেরকে এই চুক্তির উপরে অটল রাখেন, যাতে তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন, যখন আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন।

ইয়েমেনের মুজাহিদরা বলেছেন, ‘‘আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফার সুসংবাদ দিয়েছেন। এবং নিশ্চয় আমরা এটাকে নবুয়্যাতের আদলেই দেখতে পেয়েছি। আর যখন আমরা শুনলাম ঈহুদী ও খ্রিস্টানদের যুদ্ধের দামামা - এবং পথভ্রষ্ট দা’য়ী যারা জাহান্নামের দরজার দিকে আহবান করছে- তখন আমরা আল্লাহর রাসুলের(সাঃ) সেই হুকুমের আনুগত্য করলাম যা আমাদেরকে মুসলিমদের ইমাম ও জামায়াতের সাথে একত্রে থাকতে বাধ্য করে । কারণ হুযাইফা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন, ‘‘লোকেরা আল্লাহর রাসুলকে ভাল জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত কিন্তু আমি খারাপ জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যে, তা যেন আমাকে গ্রাস না করে ফেলে। অত্র হাদিসে তিনি(হুযাইফা) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘এই ভালোর পরে কি আবার মন্দ আসবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন ‘‘হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারীরা। যে তাদের ডাকে সাড়া দিবে সে তাদের দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল আমাকে তাদের বর্ণনা দিন’। তিনি বললেন, ‘তারা আমাদেরই চামড়ার হবে, আমাদের জবানেই কথা বলবে’। তিনি বললেন, ‘আমার জন্য আপনার কি নির্দেশ যদি আমি ওই যুগে থাকি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘মুসলিমদের জামায়াত ও ইমামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।’ (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং তাঁরা রোগকে চিনতে পেরেছেন- বিভক্তি ও মতানৈক্য। তাঁরা চিকিৎসা জানতেন- একতা ও ঐক্য। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন ঐক্যের অর্থ হল মুসলিমদের জামায়াত (খিলাফাহ) এবং তাদের ইমামের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, অন্ধ-পক্ষাবলম্বন বা সাংগঠনিক গোঁড়ামির পিছনে দৌড়ানো নয়। সুতরাং তারা নবুয়্যাতী হিকমতের আলোকে কথা বললেন, কোন জড়তা, জটিলতা এবং অহংকার ব্যতীত জানিয়ে দিলেন, ‘‘আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম’’।

একই সময়ে অন্যরা বলল, ‘‘আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না’’। শুধু মাত্র তাদের অহংকারের কারণে তারা অন্তরে ধারণ করল সেই অন্ধ-দলীয়করণের বাছুর (বনী-ইসরাইলের পূজাকৃত সেই বাছুরের মত)। তারা অতি কথনের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করল, ঠিক যেমন বনী ইসরাইল জটিলতা সৃষ্টি করেছিল, যখন তাদেরকে গাভী জবাই করতে বলা হয়েছিল। তারা আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে কপটতা দেখাল এবং তাদের অন্ধ দলীয়করণই হয়ে গেল আল্লাহর রশি যা আমাদেরকে শক্ত করে ধরতে বলা হয়েছে এবং আরও দাবি করল যে খিলাফাহ হল সেই বিভক্তি যা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে!

এমনই ছিল আল-হারিছ আন-নাজারির প্রতিক্রিয়া ইয়েমেনের দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের প্রতি এবং মুসলিমদের ইমাম ও খলিফা ইব্রাহীমের প্রতি, আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন, তাঁর রায়কে সঠিক করে দিন, তাঁকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিন এবং তার মাধ্যমে মুরতাদ, ক্রুসেডার বাহিনী, বিদআতী ও বিদ্রোহীদের শক্তিকে ভেঙে দিন। অতঃপর আন-নাজারি, আল-জাওলানির অনুকরণ করল তার ধূর্ত প্রশংসার মাধ্যমে এবং আল হারারি অপমানজনক খোঁচা দেওয়ার মাধ্যমে (তা ছিল প্রকাশ্যভাবে বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণা প্রদর্শনের পূর্বে), আবু আব্দুল্লাহ আশ-শামি অতি কথন, লম্বা বক্তব্য, শ্রেণীবিভাজন, দার্শনিক উক্তি ও বিদ্বেষ প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং

হারিছ আন নাজারি; বর্জিত ইয়েমেনি প্রজ্ঞা

এবং আজ-জাওয়াহিরি স্ববিরোধী কথার মাধ্যমে...[১]

সুতরাং আন-নাজারি ইয়েমেনের সৈনিকদের মতো ছিল না। বরং, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার ফাঁকা বুলি আওড়ালো এবং খলিফাহ'র বার্তাকে সবচেয়ে খারাপ ভাবে ব্যাখ্যা করল। আমিরুল মুমিনীনের বার্তার যে অংশটি ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেখানকার বিভিন্ন দলগুলির বাতিল ঘোষণা করা হয় তা ১ মিনিটের বেশি ছিল না, অথচ হারিছ আন-নাজারি আধা ঘন্টার বার্তা দিয়ে তার জবাব দিল আব্দুল্লাহ আশ-শামির উদাহরণকে অনুসরণ করে, যে আল-কাবায়ের(কবীরাহ গুনাহসমূহ) গ্রন্থটি নিয়েছিল এবং এর প্রতিটি অধ্যায়কে তার বার্তার শিরোনাম বানাল যা ছিল সাহাওয়াতের পক্ষে, দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে। যেমনঃ প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত.... আঠারতম আবার প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত আবার প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত এবং তদুপরি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, তার কিছু কথা-বার্তা ছিল রক্ত ক্ষরণকারী, খারাপ কিছুর পূর্বাভাসযুক্ত এবং যাতে রয়েছে ধূর্ততা, যেমন তার কথা "আমরা তাদেরকে যা কিছু ঘটতে পারে তার জন্য দায়ী মনে করি-তাদের নিজস্ব রায়ের উপর পক্ষপাতী হওয়ার কারণে এবং ইজতেহাদী সীমানাকে অতিক্রম করার জন্য-যে নিষিদ্ধ রক্ত ঝরবে তাদের রাষ্ট্রকে বিস্তৃত করার অজুহাতে এবং আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, আমরা কখনই মুসলিমের বিরুদ্ধে আক্রমন করি না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জায়েজ মনে করি না এবং তাদের নারীদেরকে ও সম্পদকে আমাদের জন্য জায়েজ মনে করি না!"।

আমি বলি, এটা এমন যেন সে বলছে যে, "দাওলাতুল ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে তাদের জন্য জায়েজ মনে করে"। তাহলে কতই না আশ্চর্যজনক ওইসব গাফেলদের কথা যারা আনন্দিত হয়েছিল তার এ কথায়, "হে সম্মানিত শায়খ, আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন", এবং অন্যান্য এরূপ কথা, আর ভুলে গেল যে আল-জাওলানি আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক ওয়াশ শাম- এর ঘোষণার পরে তার প্রথম বার্তা শুরু করেছিল আমিরুল মুমিনীন, তাঁর সৈনিক ও দাওলাহ'র ঠিক-এরূপ ধূর্ত প্রশংসার মাধ্যমে এবং কোন খোলাখুলি বিদ্বেষ পরায়ণতা প্রদর্শন না করে। আল-জাওলানির বার্তার মধ্যে ছিল, "তদুপরি, আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন শায়খ আল-বাগদাদির সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে যিনি শামের লোকজনের অধিকার পূর্ণ করেছিলেন এবং তাদের ঋণকে কয়েকগুণ বেশি পরিশোধ করেছিলেন"।

সুতরাং আন-নাজারির কথা যদি শুরুতেই রক্ত ক্ষরণকারী হয়, তাহলে কারও এরূপ কথা আশা করা ঠিক হবে না যে তার কথা আল-জাওলানির

[১] আজ-জাওয়াহিরি ইরাকে ইসলামিক স্টেট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর প্রতি বায়াত দিতে আহবান করেছেন, আর এখন তিনি নিজেই এর ঘোর বিরোধী।

সুতরাং আন-নাজারি ইয়েমেনের সৈনিকদের মতো ছিল না। বরং, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার ফাঁকা বুলি আওড়ালো এবং খলিফাহ'র বার্তাকে সবচেয়ে খারাপ ভাবে ব্যাখ্যা করল। আমিরুল মুমিনীনের বার্তার যে অংশটি ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেখানকার বিভিন্ন দলগুলির বাতিল ঘোষণা করা হয় তা ১ মিনিটের বেশি ছিল না, অথচ হারিছ আন-নাজারি আধা ঘন্টার বার্তা দিয়ে তার জবাব দিল আব্দুল্লাহ আশ-শামির উদাহরণকে অনুসরণ করে, যে আল-কাবায়ের(কবীরাহ গুনাহসমূহ) গ্রন্থটি নিয়েছিল এবং এর প্রতিটি অধ্যায়কে তার বার্তার শিরোনাম বানাল যা ছিল সাহাওয়াতের পক্ষে, দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে। যেমনঃ প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত.... আঠারতম আবার প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত আবার প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত এবং তদুপরি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, তার কিছু কথা-বার্তা ছিল রক্ত ক্ষরণকারী, খারাপ কিছুর পূর্বাভাসযুক্ত এবং যাতে রয়েছে ধূর্ততা, যেমন তার কথা "আমরা তাদেরকে যা কিছু ঘটতে পারে তার জন্য দায়ী মনে করি-তাদের নিজস্ব রায়ের উপর পক্ষপাতী হওয়ার কারণে এবং ইজতেহাদী সীমানাকে অতিক্রম করার জন্য-যে নিষিদ্ধ রক্ত ঝরবে তাদের রাষ্ট্রকে বিস্তৃত করার অজুহাতে এবং আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, আমরা কখনই মুসলিমের বিরুদ্ধে আক্রমন করি না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জায়েজ মনে করি না এবং তাদের নারীদেরকে ও সম্পদকে আমাদের জন্য জায়েজ মনে করি না!"।

আমি বলি, এটা এমন যেন সে বলছে যে, "দাওলাতুল ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে তাদের জন্য জায়েজ মনে করে"। তাহলে কতই না আশ্চর্যজনক ওইসব গাফেলদের কথা যারা আনন্দিত হয়েছিল তার এ কথায়, "হে সম্মানিত শায়খ, আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন", এবং অন্যান্য এরূপ কথা, আর ভুলে গেল যে আল-জাওলানি আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক ওয়াশ শাম- এর ঘোষণার পরে তার প্রথম বার্তা শুরু করেছিল আমিরুল মুমিনীন, তাঁর সৈনিক ও দাওলাহ'র ঠিক-এরূপ ধূর্ত প্রশংসার মাধ্যমে এবং কোন খোলাখুলি বিদ্বেষ পরায়ণতা প্রদর্শন না করে। আল-জাওলানির বার্তার মধ্যে ছিল, "তদুপরি, আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন শায়খ আল-বাগদাদির সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে যিনি শামের লোকজনের অধিকার পূর্ণ করেছিলেন এবং তাদের ঋণকে কয়েকগুণ বেশি পরিশোধ করেছিলেন"।
সুতরাং আন-নাজারির কথা যদি শুরুতেই রক্ত ক্ষরণকারী হয়, তাহলে কারও এরূপ কথা আশা করা ঠিক হবে না যে তার কথা আল-জাওলানির থেকে উত্তম হবে, যদি না আল্লাহ তাঁকে রহম করেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাঁকে (আন-নাজারি) ও তার সাথীদেরকে হেফাজত করেন এবং তাঁকে ইমামের (খলিফাহ) সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে লেগে থাকার সামর্থ্য দান করেন।

অতঃপর আন-নাজারি একটি উদ্ভট স্ববিরোধী কাজ করল, কারণ সে জোরালো ভাবে তার আমীর আল-জাওয়াহিরির সাথে তার সম্পৃক্ততা জানাল, যিনি রাফিদাদেরকে তাকফির করেন না এবং আজ-জাওয়াহিরি শুধু একটি কারণে তাকফির করেন, যদি তারা আমেরিকাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

আজ-জাওয়াহিরি বলেছেন, "শিয়াদের আম জনতার সম্পর্কে আমার অবস্থান হল আহলে সুন্নাহ এর উলামাদের অবস্থান[২] যে, তারা অজ্ঞতার অজুহাতে ক্ষমা প্রাপ্ত। আর তাদের মধ্যে যারা তাদের নেতাদের সাহায্য করে ইসলামের বিরুদ্ধে, ক্রুসেডারদের পক্ষে, তাদের হুকুম হল ওই দলের মত যারা ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে[৩]। আর তাদের যেসব আম-জনতা যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণন অংশ গ্রহণ করেনি এবং আন্তর্জাতিক

২ তিনি আহলুস সুন্নাহ এর অবস্থান সম্পর্কে যা বলেছেন তা সঠিক নয়। প্রথমত, আহলুস সুন্নাহ এর মুখ্য উলামারা রাফেদি শিয়াদেরকে ব্যক্তি পর্যায়ে তাকফির করেছেন। শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওি বলেছেন, "সালাফদের থেকে রাফিদি শিয়াদের তাকফির করা সম্পর্কে অনেক বক্তব্য রয়েছে। তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল-খাল্লাল বর্ণনা করেছেন আবু-বকর আল-মাররুধি থেকে। তিনি বলেন যে, তিনি আবু আবদুল্লাহ (ইমাম আহমাদ) কে জিজ্ঞেস করলেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে আবু বকর, উমার, এবং আয়েশাকে(রাঃ) গালিগালাজ করে। তিনি জবাবে বললেন, "আমি তাকে মুসলিম মনে করি না"। ইমাম আহমাদ ইবন ইউনুস-যার প্রশংসা ইমাম আহমাদ করেছেন এক ব্যক্তিকে এই বলে যে, "আহমাদ ইবন ইউনুসের কাছে যাও, কারণ তিনি হলেন শাইখ-উল-ইসলাম"- তিনি(আহমাদ ইবন ইউনুস) বলেছেন, "যদি কোন ইহুদী কোন ভেড়াকে জবাই করে আর যদি কোন রাফেদি কোন ভেড়াকে জবাই করে, আমি ঐ ইহুদির জবাই করা ভেড়াটিকে খাব এবং রাফেদিরটা নয় কারণ রাফেদি হল ইসলাম থেকে মুরতাদ"। (হাল আতাকা হাদিসুর রাফিদা)। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে, শাইখ আয-যারকাওয়ি ইমাম মালিক, আশ-শাফিঈ, আল-বুখারি, আল-ফিরিয়াবি, আল-লালিকাই, ইবন হাযম, আস-সামানি এবং অন্যান্য পূর্বের, পরের ও বর্তমানের উলামাদের উক্তি তুলে ধরেছেন রাফেদিদের উপর শরিয়তের হুকুম প্রমাণ করার জন্য।

দ্বিতীয়ত, অজ্ঞতা কোন অকাট্য অজুহাত নয়। ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "তুমি যা উল্লেখ করেছ [...] তাগুত এবং তাদের অনুসারীদের অবস্থান সম্পর্কে এবং তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না এ সম্পর্কে তোমার সন্দেহের ব্যাপারে, এটাতো আশ্চর্যের বিষয়! তোমার কি করে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে যখন বিষয়টি আমি তোমাকে অনেকবার পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছি?

কারণ যে ব্যক্তির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে হল ঐ নব-মুসলিম এবং ঐ ব্যক্তি যে দূরবর্তী যাযাবর রাখাল গোত্রের এলাকাতে বড় হয়েছে, অথবা ঐ বিষয় গুলোতে যা অস্পষ্ট[...] তাহলে তার উপর তাকফির করা হবে না যতক্ষণ না তাকে ঐ বিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে, যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, ঐ বিষয়ে প্রমাণ হল আল্লাহ'র কিতাব। সুতরাং, যার কাছে কুরআন পৌঁছেছে তার কাছে প্রমাণ পৌঁছে গিয়েছে" (আর-রাসাইল আশ-শাখসিয়াহ)। ইবাদতে আল্লাহ'র একত্ববাদ হল দ্বীনের ঐ মৌলিক বিষয় সমূহের মধ্যে একটি যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোন অস্পষ্ট বিষয় নয় যা সম্পর্কে কোন মুসলিম অজ্ঞ থাকতে পারে। অথচ রাফেদিরা মৃত ব্যক্তির পূজা করে, কুরআনকে অস্বীকার করে, এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণ এবং সাহাবীদের গালিগালাজ করে! তাহলে কি করে কেউ দাবি করতে পারে যে তারা "অজ্ঞ মুসলমান"!?

৩ বিঃদ্রঃ: দীর্ঘদিন যাবত জিহাদের দাবিদার আছেন যারা কখনও যে দলসমূহ শরীয়তের ভিত্তি (আল-হাকিমিয়াহ) প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় তাদেরকে মুরতাদ মনে করতেন না, আর যে দলসমূহ শরীয়তের কোন একটি হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে তাকফির করা তো দূরের কথা! তাদের মধ্যে ছিলেন মিশরের "আল-জামাহ আল-ইসলামিয়া" এর নেতারা যাদের সম্পর্কে আজ-জাওয়াহিরি বলেছেন- যখন তারা গনতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ঢুকল-তখন তারা হলেন "সম্মানিত ভাইয়েরা...মানহাজ, আকিদাহ এবং কষ্টের ভাইয়েরা..."।

আজ-জাওাহিরি'র বার্তাসমূহ যা এই অনুচ্ছেদ এর পরবর্তী অংশে উল্লেখ করা হবে, তা থেকে বুঝা যায় যে তিনি যে সমস্ত দল যারা শরীয়তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে সামগ্রিকভাবে তাকফির করেন, কিন্তু ঐ দলের সদস্যদেরকে ব্যক্তি পর্যায়ে তাকফির করেন না। আর যে দলসমূহ শরীয়তের শুধুমাত্র কোন একটি হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তার বার্তাসমূহ থেকে যা বুঝা যায় যে তিনি তাদেরকে সামগ্রিক ভাবে তাকফির করেন না...

সালাফদের মাযহাব এ ব্যাপারে একদম স্পষ্ট ও পরিষ্কার কারণ সাহাবারা যারা যাকাত দিতে চায়নি, - যেখানে যাকাত শরিয়তের আইনের একটি অংশ- তাদের দ্বীন ত্যাগের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। শায়খ-উল-ইসলাম ইবন তায়মিয়াহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন, "সাহাবারা একথা বলেননি "তোমরা কি একে (যাকাতকে) বাধ্যতামুলক মনে কর না, এর হুকুম কে অস্বীকার কর?" এ ধরনের কথা খলিফাদের বা সাহাবাদের থেকে কোথাও পাওয়া যায়না। বরং, আস-সিদ্দিক উমারকে (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) বলেছেন, 'আল্লাহ'র কসম! তারা যদি আমাকে দিতে না চায় যা তারা আল্লাহ'র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)কে দিত, যদিও তা কেবল একটি উট বা ছোট ভেড়াকে বাঁধার কাজে ব্যবহৃত রশি হয়, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তাদের এই বাধা দেওয়ার কারণে'। সুতরাং, তিনি তাদের যাকাত দিতে না চাওয়াকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধতার ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন, এর বাধ্যতামুলক হওয়ার হুকুমকে অস্বীকার করাকে নয়"। এ সম্পর্কে বর্নিত রয়েছে যে তাদের একদল এর (যাকাত আদায় করার) বাধ্য বাধকতা মানত, কিন্তু দিতে চাইত না। কিন্তু তারপরেও খলিফারা তাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেনঃ তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা, তাদের পরিবার বর্গকে কৃতদাস বানান, তাদের সম্পদকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের সৈনিকরা সব জাহান্নামী এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া। এবং তাঁরা তাদের সকলকে "আহল-উর-রিদদাহ" (মুরতাদ সম্প্রদায়) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন" [আদ-দুরার আস-সান্নিয়াহঃ খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪১৮]

ক্রুসেডের ব্যানারে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি, আমাদের কর্মপদ্ধতি হল তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, তাদের সামনে বাস্তবতাকে তুলে ধরা এবং তাদের সামনে তাদের নেতাদের ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপরাধ পরিষ্কার করা"(আল-লিকা আল মাফতুহ-আল হালাকা আল উলা)। তেমনিভাবে আজ-জাওয়াহিরি তাগুতের সমর্থকদের তাকফির করেন না, কেবল ওইসব অফিসার ছাড়া যারা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করে এবং 'জাতীয় নিরাপত্তা' বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন, "যে অফিসারেরা জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের 'ধর্মীয় কার্যকলাপ নির্মূল' শাখার সাথে সম্পৃক্ত, যারা ধর্মীয় বিষয়গুলো গুপ্তচরবৃত্তি করে এবং মুসলিমদের নির্যাতন করে, আমি তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তি পর্যায়ে কাফির মনে করি, কারণ তারা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সদস্যদের থেকেও ওইসব আন্দোলন সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে। এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশের সকল সদস্যদের হত্যা করা জায়েজ- তুমি তাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে তাকফির কর অথবা আমভাবে তাকফির কর- যদি এমন হয় যে- কোন যুদ্ধ চলা অবস্থায় তুমি তাদেরকে গুলি করার মাধ্যমে তাদেরকে দুর্বল করতে পার এবং জিহাদকে শক্তিশালী করতে পার। এর কারণ হল যে, যেকোনো বিদ্রোহী মুরতাদ দলকে একটি

মিশরের নব্য ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী

সামগ্রিক দল (আলাদা আলাদা দল হিসেবে নয়) হিসেবে যুদ্ধ করা হয়। তাদের মধ্যে যারা পলায়ন করছে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ, এবং তাদের আহতদেরকে শেষ করা জায়েজ এবং এটি ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার মত যার পরিস্থিতি ছিল অজ্ঞাত। এটিই নিয়ম কারণ কোন ব্যক্তির পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হলে তাকে মাকদুর আলায়হিম (মুসলিমদের কর্তৃত্বের ভিতরে) হতে হবে, অত্র ব্যক্তিরা মাকদুর আলাইহিম নয়। সুতরাং ওই ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে জানাকে শর্ত বানিয়ে বাধ্যতামূলক রক্ষণাত্মক জিহাদকে বাধাগ্রস্ত করা ঠিক হবে না"। (আল-লিকা আল মাফতুহ-আল হালাকা আল উলা)

তিনি আরও বলেন, "আর্মি ও নিরাপত্তা সংস্থার ব্যক্তিদের তাকফির করার বিষয়টিতে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। যে অফিসারেরা জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের 'ধর্মীয় কার্যকলাপ নির্মূল' শাখার সাথে সম্পৃক্ত এবং তাদের মত অন্য যারা আছে, যারা মুসলিমদেরকে তদন্ত করে ও নির্যাতন করে, এরা সবাই ব্যক্তি পর্যায়ে কাফির। এই পৃথকীকরণের ফলাফল খুবই সামান্য এবং শরীয়তের ব্যক্তিগত হুকুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন বিবাহ ও উত্তরাধিকার। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে এই দুই মতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যদিও এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে"।(আল-লিকা আল মাফতুহ-আল হালাকা আল উলা)

সুতরাং গম্বুজের পূজা আর কুফরী সংবিধানের সমর্থন করা আল-জাওয়াহিরির মতে এমন কোন বিষয় নয় যা একজনকে কাফিরে পরিণত করে। কিন্তু মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা এবং ক্রুসেডার বাহিনীকে সমর্থন করা অথবা ওই সংস্থার সদস্য হিসেবে মুসলিমদেরকে অত্যাচার করা হলে সেক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাপার...

তাহলে কীভাবে আন-নাজারি রাফেদি ও আর্মিদেরকে তাকফির করে আল-জাওয়াহিরির বিশ্লেষণ ছাড়া?[৪] সে কি তার আমিরকে অমান্য করবে যেখানে সে তার সাফাই গেয়েছে এবং বলেছে তিনি কখনও পথভ্রষ্ট হননি?[৫] সে কি

---

৪ আজ-জাওয়াহিরি একটি দলের ওপর তাকফির করা এবং সেই দলের সদস্যদেরকে ব্যক্তি পর্যায়ে তাকফির করার মধ্যে এবং অনুরূপ আরও কিছু বিষয়ের বেলায় পার্থক্য করেন। এই পার্থক্যকরণ সালাফদের ঐক্যমতের বিরোধী যখন ঐ দলগুলো কুফরীর সমর্থনে একসাথে বের হয়, যেমন মাজার বা সংবিধানকে সমর্থন করে। শায়খ আবু জানদাল আল-আযদি (আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন) বলেন, "সাহাবাদের মধ্যে ঐক্যমত ছিল মুসায়লামা আল-কাযযাব ও তুলাইহা আল-আসাদির অনুসারী এবং সমর্থকদের কুফরীর ব্যাপারে। অনুরূপভাবে, তাঁদের ঐক্যমত ছিল যারা যাকাত দিতে চায়নি তাদের কুফরি'র ব্যাপারে এবং তাদের সাথে অনুরুপ আচরণ করা হয়েছে, কারণ তাদের সম্পদকে গণিমত হিসেবে নেওয়া হয়েছে, তাদের নারীদেরকে বাঁদি হিসেবে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সৈনিকরা জাহান্নামী বলে তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং এটাই ছিল সাহাবাদের তাদের ব্যাপারে ব্যক্তি পর্যায়ে তাকফির" (আল-আয়াত ওয়াল-আহাদিস আলা গাযিরা আলা কুফর কুওয়াত দার আল-জাযিরা)

সুতরাং, ঐসকল দলের যেকোনো সদস্য সম্পর্কে আমাদের অবস্থান হল যে, "আমরা তাকে ব্যক্তি পর্যায়ে কাফির মনে করি, এবং আমরা তার ওপর কুফরী'র সকল হুকুম প্রয়োগ করি, যেমন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাকে সালাম দেওয়াকে হারাম ঘোষণা করা, তাকে মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করতে প্রতিরোধ করা, তার মৃত্যুর পর তার ওপর জানাযা'র সালাত না পড়া, তাকে মুসলিমদের কবরে দাফন না করা, তার রক্ত ঝরানোকে হালাল ঘোষণা করা তা যুদ্ধকালীন অবস্থায় হোক বা তার বাইরে" (যেমন শায়খ আব্দুল-আযিয আল-তুয়াইলি বলেছেন, (আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন) আজ-জাওয়াহিরি'র আর ইসলামিক স্টেটের মতামতের মধ্যে যে বাস্তবিক ব্যবধান রয়েছে তা যুদ্ধের পদ্ধতির হিংস্রতা ও কঠোরতার মধ্যে পুরোপুরি ফুটে উঠে।

কিন্তু, যদি কোন দল প্রথমত শরীয়তের কোন কাজের জন্য তৈরি হয়, যেমন আল্লাহ'র রাস্তায় জিহাদ করা এবং পরে তাদের নেতৃত্বের মধ্যে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি হওয়া প্রকাশ পায়, তাহলে ঐ ক্ষেত্রে এরকম পার্থক্যকরণের ভিত্তি শুরুতে কিছুদিন থাকতে পারে যতক্ষণ না তাদের অনুসারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা যায় (যারা নেতৃত্বের পরিবর্তিত নতুন অবস্থান সম্পর্কে তখনও অজ্ঞ রয়ে গেছেন)। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে একত্রে সামগ্রিকভাবে লড়াই করা হবে, যেহেতু তারা সামরিক শক্তি দ্বারা বাধা প্রদান করছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন প্রকার ফিতনা থাকবে এবং দ্বীন কেবল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ'র জন্য হবে।

৫ আজ-জাওয়াহিরি সংসদীয় (গনতান্ত্রিক) "ইসলামিস্ট"দের অথবা রাফেদি মাজুসিদের কে (অগ্নিপূজকদের) তাকফির করেন না ।

করে হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, যখন এটা আল-জাওয়াহিরির নির্দেশনার বাইরে, যা তাকে মানতে বলা হয়েছিল যার ফলে হুথি ও ইয়েমেনের নব্য তাগুতের অনিষ্ট আরও বর্ধিত হয়!

বস্তুত, আল-জাওয়াহিরি লিখিত যে নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, "তাওজিহাত আম্মাহ লিল-আমাল আল-জিহাদ" এ। (জিহাদী কর্মকাণ্ডের সাধারন দিকনির্দেশনা) তাতে একটি দলকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা ও সে দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত ভাবে বিবেচনা করার পার্থক্যকে ভিত্তি করে এ নীতি তৈরি হয়েছে, যদিও তিনি মনে করেন যে এই দুই বিবেচনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ কেউ যদি এটা নির্ধারণ করে যে ওই দলের মধ্যে কিছু মুসলিম আছে এবং সে যদি অজ্ঞতার অজুহাতের সীমানাকে এমন পর্যায়ে বর্ধিত করে যার মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক, সে বিষয়টিকে উপলব্ধি করুক বা না করুক, অবশ্যই সে তাদের ব্যাপারে সাবধান হবে বা দ্বিধা করবে।

সুতরাং সে ওই মুরতাদদেরকে লক্ষ্য করে আক্রমন করবে না। কারণ তার মধ্যে এই ভয় কাজ করবে যে, সে "এমন এক মুসলিমকে হত্যা করছে যে কোন এক অপব্যাখ্যার কারণে এ কুফরী কাজের সাথে জড়িয়ে আছে"। আজ-জাওয়াহিরির কিছু কথা বার্তার মধ্যে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। যেমন, "আর যদি কোন দল যা নিজেকে মুসলিম দাবি করে কিন্তু কাফির শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধে জড়িত হয়, তাহলে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় শক্তি দ্বারা তাদের আক্রমনকে প্রতিহত করতে হবে, যাতে করে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনার দরজা বন্ধ হয়ে যায় অথবা তাদের মধ্যে যারা শত্রুদের সাথে অংশ গ্রহণ করেনি তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়" ("তাওজিহাত আম্মাহ লিল-আমাল আল-জিহাদ")

এ আকীদার প্রভাব-যা প্রথমত একটি দলকে সামগ্রিকভাবে তাকফির করা এবং সে দলের সদস্যদেরকে ব্যক্তি পর্যায়ে তাকফির করার ব্যাপারে কোন ব্যবধান দেখেনি, যা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যুদ্ধের রাজনীতির বাস্তবিক পর্যায়ে। এবং তানযিমের এ নীতি শুধু একটি সামরিক কৌশল নয় যা কিছু গাফেল ব্যক্তিরা মনে করে থাকে, বরং বাস্তবতা হল এই যে, তারা তাদেরকে হত্যা করতে ভয় করবে যাদেরকে তারা মুসলিম মনে করে, হোক না তারা তাগুতের সৈনিক বা রাফেদি পৌত্তলিক!

আমার কাছে ইয়েমেনের থিকাত (নির্ভরযোগ্য সূত্র) থেকে এসেছে যে, আন-নাজারি হুথিদের পক্ষে অজুহাত দেওয়ার ব্যাপারে তর্ক করত এবং তাদেরকে স্পষ্টভাবে তাকফির করতো না, এ কারণে যে তারা 'যাইদি'। তারপরে যখন এ ব্যাপারে অনেক অভিযোগ করা হল, তখন বলল, এরা হল বাধাদানকারী দল কিন্তু তারপরেও তাদেরকে তাকফির করল না। তারপরে সে তাদেরকে সামগ্রিকভাবে তাকফির করল-তাদের সদস্যদেরকে ব্যক্তি পর্যায়ে তাকফির না করে-তাদেরকে বাধা প্রদানের কারণে, এ কারণে নয় যে, তারা শিরক আকবর এর কাজে লিপ্ত এবং সাহাবাদেরকে তাকফির করে (এ সম্ভাবনার কারণে যে তাদের সদস্যরা অজ্ঞ হতে পারে!)। এটাই হল তানযিমের ইয়েমেনী শাখার প্রবীণ শারঈ নেতাদের অবস্থান। এ কারণে তারা হুথিদেরকে আক্রমণ করতে এড়িয়ে যেত যতক্ষণ না সম্প্রতি তাদের অনিষ্ট বেড়ে গেল, তারা বিভিন্ন অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিল এবং আল্লাহর বান্দাদের রক্ত ঝরাল। আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ও আব্দর-রাব্বুহ এর সৈনিকেরা, তাদের মতে অপব্যাখ্যার কারণে অজুহাত প্রাপ্ত অথবা তাদেরকে জোর করা হয়েছে... অথবা তারা মুরতাদ...এবং তারা ওই সৈনিকদের সাথে এ জন্য লড়াই করে না যে, তারা তাগুতের সাহায্যকারী যে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা শাসন করে। বরং তারা তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করছে যে, ওরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেদারদের পক্ষে যুদ্ধ করে এবং দাবি করে যে এ দুইটা বিষয়ের মধ্যে শেষের বিষয়টি কম সন্দেহজনক। আজ-জাওয়াহিরির রীতি অনুযায়ী, মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা এবং ক্রুসেদারদের সাহায্য করা অমার্জনীয় কুফরী (যদিও তার "তাওজিহাদ" অনুযায়ী এটিও মার্জনীয় যদি ওই দল নিজদেরকে মুসলিম দাবি করে!) কিন্তু মৃত ব্যক্তির পুজা করা এবং তাগুতের সমর্থন করা এমন একটি কুফরি ও অজ্ঞতা যা মার্জনীয়! এ ধরনের পথভ্রষ্টতার কারণে সাহাওয়াতের মত দল গুলোকে(ইসলাহ পার্টি এবং হাজুরির অনুসারীরা) আল্লাহর রাস্তায় হুথিদের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে তাদের কোন সমস্যা হয় না! তাদের এমনিই দাবি... এবং এধরনের সহযোগিতার কারণে আল-জাওলানির ফ্রন্টকে এখনকার এ অবস্থায় এনেছে যেখানে তাদের এ সহযোগিতা বিশ্বাস, স্নেহ ও চাটুকারিতায় উন্নীত হয়েছে এবং তারপর তা আল-সালুলের সাহাওয়াত এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশান [৬]কে

ইয়েমেনে রাফেদি হাউথি

৬ "জাইশ-উল-মুজাহিদীন", "জাবহাত থুওয়ার সুরিয়া", "লিওয়া থুওয়ার আর-রাককা", "এফ-এস-এ" সামরিক পরিষদ (উদাহরণ স্বরূপ, যারা "মিশমিশ" তৈরি করেছিল)...এদের সকলেই মুরতাদ সংগঠন সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত ও তাদের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত। উদাহরণ স্বরূপ "জাইশ-উল-মুজাহিদীন" ও এস-এন-সি'র প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে দেখুন, 'দাবিক' ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যার ২৪-২৫ পৃষ্ঠায়।

আজ-জাওয়াহিরির বক্রতাপূর্ণ দিক-নির্দেশণার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতায় আসা, ইয়েমেনের নতুন ত্বাগুত, আব্দ রাব্বুহ

সাহায্য করায় পরিণত হয়েছে।

থিকাত থেকে আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, আল-জাওফ প্রদেশের আনসার আশ-শারিয়াহ, মুরতাদ আর্মি (আরব বসন্তের আর্মি, আব্দর রুব্বাহের আর্মি) এবং দেওলিয়া ব্রাদারহুড এর সাথে পাশাপাশি থেকে হুথিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং মুরতাদ আর্মির যানবাহনের মাধ্যমে সৈন্যদেরকে ফ্রন্টলাইনে পাঠানো হচ্ছে। এমনকি তাদের গুলি ও খাবারের সরবরাহ মুরতাদ আর্মির ক্যাম্প থেকে আসে... ওয়াল্লাহুল মুস্তায়ান... (আমার কাছে ইয়েমেনের থিকাত থেকে এ সংবাদও পৌঁছেছে যে সংগঠনের নেতারা তাদের দ্বারা শাসিত এলাকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের সময়কে নিয়ে আফসোস করেছে, তারা প্রায় এক বছরের জন্য আবিয়ান ও অন্য এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, এ পরিমাণ যে তাদের একজন বলেছিল, “আমরা ওই সম্পদ ও পরিশ্রম যা ওইসব এলাকা শাসন করার সময় ব্যয় করেছি, তা যদি তাদের থেকে সদস্য সংগ্রহ করতে ও অস্ত্র কেনার কাজে ব্যয় করতাম, তাহলে তা আমাদের জন্য বেশি উপকারী হত। তাই তারা এ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেল যে, প্রতিরক্ষা মুলক জিহাদ ও আংশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ যা আল্লাহ মুজাহিদদেরকে তাঁর আইন প্রণয়নের জন্য দেন এর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে।) আন-নাজারির দিকে ফিরে যাচ্ছি, যে তার বিদ্বেষ দ্বারা অন্ধ আর তাই সে আমিরুল মুমিনিনের বার্তার অর্থ বুঝতে পারেনি, “নিশ্চয় রাফিদারা একটি পরিত্যাক্ত জাতি। যদি তারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুয়াহিদ খুজে পেত তাহলে তাদের অনিষ্ট বর্ধিত হতনা”।

আমি বলছি, আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, এর অর্থ হল, যদি রাফিদারা এমন মুয়াহিদীন খুঁজে পেত যারা নিজেরাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করবে এবং ঐ ‘জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা’র নীতি অনুসরণ করবে না, তাহলে তাদের অনিষ্ট বেড়ে যেত না। তিনি আগে থেকে জাওয়াহিরির স্টাইলে লড়াইকে, যেখানে হুথিদেরকে একটি মুসলিম দল হিসেবে গণ্য করা হয়, অস্বীকার করেননি, এমন এক লড়াই যেখানে তাদেরকে সর্বনিম্ন শক্তি দিয়ে বিতাড়িত করা হয় অর্থাৎ পুরোপুরি রক্ষণশীল লড়াই যার মধ্যে কোন হিংস্রতা নেই, যেমন যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ধাওয়া না করা, আহতদেরকে শেষ না করে দেওয়া, তাদের মধ্যে বন্দীদেরকে হত্যা না করা এবং তাদের জনসমাবেশকে বৃহৎ আকারে আক্রমন না করা... ওয়াল্লাহুল মুস্তায়ান।

যখন আন-নাজারি বের হল এবং হুথিদেরকে তাকফির করল, যে মুখ্য বিষয় তাকে এ কাজে প্রেরণা দিল সেটা ছিল রাজনৈতিক বিবেচনা। সে বাধ্য ছিল তার আমীর আল-জাওয়াহিরির হুকুমের বিরুদ্ধে যেতে, কারণ তার সৈনিকেরা তাকে অনুসরণ করতো না, যেহেতু সে তার ভুল রায়ের উপর অটল থাকত, যে রায়ের কারণে রাফিদা এবং ধর্ম নিরেপেক্ষদের অনিষ্ট বেড়ে গিয়েছিল।

কেউ যদি এ কথাকে অস্বীকার করে এবং তাদের পূর্বের নেতা বা বিশিষ্ট শহীদদের বার্তাকে পেশ করে, অথবা পূর্বের কিছু অভিযানের কথা যা দাওলাতুল ইসলামের মত একই পদ্ধতিতে করা হয়, যা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয় যার কারণে মুরতাদরা ইয়েমেন দখল করে নেয়, (আমার কাছে ইয়েমেন থেকে নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে আরও সংবাদ এসেছে যে, ঐ সাহসী অভিযান গুলোর কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা হয়েছিল, যা ছিল নেতৃবর্গের অনুমতি ছাড়া এবং যারা এই অভিযান করেছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু তানযিম ওই অভিযান গুলোর দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়) আমি বলি, 'আরব বসন্ত' শুরু হওয়ার পরে এবং আল-কায়দার কিছু বিশিষ্ট নেতাদের শাহাদত লাভের পরে, খোরাসান থেকে কিছু অবিচক্ষণ দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা আল-জাওয়াহিরি, আল আম্রিকি, আল-বাশা এবং উসামা আব্দুর-রউফ ('আমি যদি মুরসির জায়গায় থাকতাম ও কুরসিতে বসতাম' বইএর লেখক!) প্রমুখের পক্ষ থেকে এল। একই সময়ে, আন-নাজারি এবং তার মতো অন্যরাও যে আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তরে এত বছর লুকিয়ে রেখেছিল তা প্রকাশ করল। এটি এমন যেন তারা একে অপরের জন্য তৈরি হয়েছে এবং আল-জাওয়াহিরির দিকনির্দেশনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হল যার কারণে ইয়েমেনকে রাফিদা এবং নব্য তাগুতের কদমের নিচে ঠেলে দেওয়া হল, ওয়াল্লাহুল মুস্তায়ান।

এটা জানা উচিত যে, আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা থেকে দাওলাতুল ইসলামের জন্য যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল তা কেবল এ জন্য যে সৈনিকেরা এবং মাঠ পর্যায়ের নেতারা প্রশ্ন তুলে ছিল ইয়েমেনের আল-কায়দা শাখার নিরেপেক্ষতা ও জাওয়াহিরিবাদ নিয়ে। যখন দাওলাতুল ইসলামের সাথে সমন্বয় করে ইয়েমেনে উলাইয়াহ তৈরি করা হল এবং যা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে উলাইয়াহ ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে এবং আল-কায়দার ইয়েমেনি শাখার জানা অবস্থায়, যাদেরকে পূর্বেই বিস্তৃত করার এ উদ্যোগ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল- যারা মানহাজের উপরে ছিল তারা দৌড়ে এসে দাওলাতুল ইসলামকে
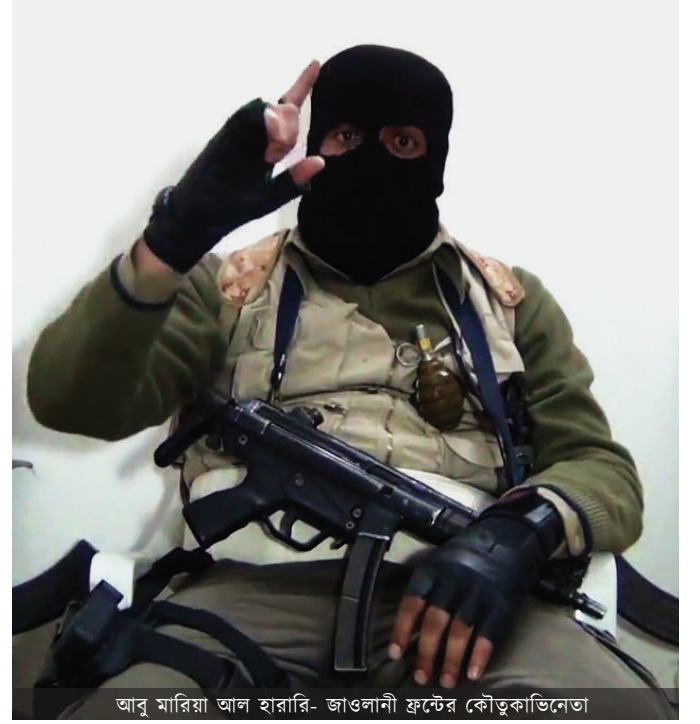
আবু মারিয়া আল হারারি- জাওলানী ফ্রন্টের কৌতুকাভিনেতা

বায়াত দিল। তারপর তাদের মধ্যে কিছু যারা দ্বিধান্বিত ছিল তারা তাদের বায়াতকে ফিরিয়ে নিতে চাইল ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার কারণে কিন্তু তারা ইয়েমেনের আল-কায়দার শাখাকে এ শর্ত জুড়ে দিল যে, তাদেরকে (দাওলাতুল ইসলামকে) সকল প্রকার চরমপন্থী অভিযোগ থেকে নির্দোষ ঘোষণা দিতে হবে এবং ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করতে হবে এবং তাদের শরীয়তী বৈধতা স্বীকার করতে হবে, যাতে তারা (যারা বায়াত দিয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইল) তাদের সমর্থকদের কাছে লজ্জিত না হয়। ফলে আল-কায়দার ইয়েমেনি শাখা সম্প্রতি দাওলাতুল ইসলামের সমর্থনে এ বার্তাটি দিল (যা ছিল আন-নাজারির ঘোষণার পূর্বের)। অথচ তাদের পূর্ববর্তী বার্তা গুলোর মধ্যে এমন ভাব ছিল যে, দাওলাতুল ইসলামের কোন অস্তিত্বই নেই অথচ ঐসময় শামে ও ইরাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল। এদের মধ্যে কিছু বার্তা ছিল দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র শাইখ আল-আদনানির সমালোচনা করে, যা করা হয়েছে হাস্যকরভাবে ও খোঁচা মেরে, স্পষ্টভাবে কোন নাম উল্লেখ ছাড়াই, যখন শাইখ আল-আদনানি আল-জাওয়াহিরির মানহাজের পথভ্রষ্টতা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন। তাদের কিছু বার্তার মধ্যে তারাহহুম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন বলা) ছিল সালুলি সাহাওয়াতের(আহরার আস-শাম এর নেতারা) মুরতাদদের জন্য। তাহলে কেন তানযিম আবু আব্দুর রাহমান আল-বিলাবি, আবু বকর আল-ইরাকি, এবং আবু উসামা আল-মাগরিবী(আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুন)- এদের জন্য তারাহহুম করে না?

আবু উসামাহ আল মাগরিবী (রাহিমাহুল্লাহ)

পরিশেষে, আল্লাহ যেন মোল্লা ওমরের প্রতি আল-কায়দার 'বায়াত'কে বরকত না দেন। মোল্লা ওমর যিনি হামদ আথ-থানি ও তামিম আথ-থানির জন্য দোয়া করেছেন এবং "মুসলিম শাসকদেরকে" "নসিহাত" দিয়েছেন তার নিজের কথায় ও তার ইমারাতের কথায়[৭]... তিনি কি তাদেরকে বর্তমানের আফগানিস্তানের সীমানার বাইরে "মুসলিম শাসকদের" বিরুদ্ধে, "প্রতিবেশী অঞ্চলের দেশ সমুহ" এবং "বিশ্বের জাতি সমুহের" বিরুদ্ধে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন?[৮] নাকি তিনি বারবারই আফগানিস্তানের বাইরে কাজ করতে নিষেধ করেছেন যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করা যায়? তদুপরি, এটা কিভাবে সম্ভব যে ইমারত ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চায় যা পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে, অথচ আল-জাওয়াহিরি এসে ভারতে আল-কায়দা শাখা খোলার ঘোষণা দেন?[৯] এটি কি করে সম্ভব যে আফগানী ইমারত ইরানের সাথে ভালো সম্পর্কের আহবান করে আবার আন-নাজারি রাফেদাদেরকে হত্যা করতে আহবান করে?[১০] মোল্লা উমরের কাছে বায়াতের দাবি কি ইয়েমেনি প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে হয়েছে না অন্ধ পক্ষাবলম্বনের উপর ভিত্তি করে? তাদের এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ এটি (অন্ধ পক্ষাবলম্বন) একটি জঘন্য জিনিস...

যদি এমন না হয় তাহলে-আল্লাহর কসম! তারা বনী ইসরাঈইলের নেতৃত্ব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মত হয়ে যাবে। কারণ নিশ্চয় তাদের জন্য তাদের কাছে নবুয়্যাতের আদলে খলিফা এসেছেন এবং এর সাথে এসেছেন তাঁরা যারা তাদের গোত্র থেকে পৃথক হয়েছেন-মুহাজিরিনগণ, যারা ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) এর ভূমিতে হিজরত করেছেন । ফেরেশতারা তাদের উপর এবং তাদের রাষ্ট্রের উপর তাদের পাখাসমুহ বিছিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অন্ধ পক্ষপাতী লোকেরা তাদের বিরোধিতা করল... তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে...যদি না আল্লাহ অন্য কিছু ইচ্ছা করেন...

আল্লাহর সাহায্য কামনা করা হয়, তাঁর উপর আমরা নির্ভর করি, এবং কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই আল্লাহর ছাড়া। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং উত্তম কর্মবিধায়ক।

---

৭ ইমারত থেকে বলা হয়েছে, "আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারত সকল দেশের মুসলিম শাসকদের আহবান করছে, যেন তারা আল-আকসা মসজিদ রক্ষা করতে, আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা করতে নয়, এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামী ও মানবিক দায়িত্ব পালন করে মুসলিমদের প্রথম কিবলার উপর ইসরাইলী আক্রমণ প্রতিরোধ একটি ইসলামী ঐক্যজোট তৈরি করেন করতে। ইসলামি দেশের শাসকদের এটি একটি কর্তব্য যেন তারা তাদের মতবিরোধ পাশে রাখেন এবং আল-আকসা মসজিদকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাঁধে নেন। (ইহুদিদের আল-আকসা মসজিদ দখল করার ব্যাপারে আফগানিস্তানের ইমারতের বার্তা)

মোল্লাহ উমার বলেছেন, "অনুরূপভাবে, আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহামান্য কাতারের আমীর, শায়খ তামিম ইবন হামিদ ইবন খালিফাহ আল-সানিকে তার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার সফল ভূমিকার জন্য, পূর্বে বর্নিত নেতাদের রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে এবং তাদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি মহামান্যকে এই দুনিয়াতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন এবং পরকালে মহাপুরস্কার প্রদান করেন"। (গুয়ান্তানামো কারাগার থেকে মুজাহিদীন নেতাদের রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে অভিনন্দন বার্তা)
ইমারত থেকে আরও বলা হয়, "এবং এটা উল্লেখ করা উচিৎ, আমরা আমাদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই আমাদের ভাতৃ-প্রতীম কাতার এবং এর সম্মানিত আমির, মহামান্য শায়খ হামিদ ইবন খালিফাহ আল-সানিকে- আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করুন-তার দেশে ইসলামিক ইমারতের একটি রাজনৈতিক কার্যালয় খুলতে রাজি হওয়ার জন্য এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সুযোগ--সুবিধা প্রদান করার জন্য" (কাতারে আফগানিস্তানের ইমারতের রাজনৈতিক কার্যালয় খোলার ব্যাপারে বার্তা)।

৮ মোল্লাহ উমার বর্তমান আফগানিস্তানের সীমানা, যা ক্রুসেডারদের দ্বারা তৈরি, এর বাইরে কোন প্রকার অভিযান বা বিস্তৃতি করতে অস্বীকার করেছেন, সুতরাং তার প্রতি আল-কায়েদার বিভিন্ন শাখার বায়াত দেওয়ার দাবী একটি চরম মিথ্যা দাবী।

মোল্লাহ উমার আরও বলেছেন, "আফগানিস্তানের ইসলামিক ইমারত বহির্বিশ্বের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর বিশেষভাবে মুসলিম-বিশ্বের সাথে এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে ইসলামিক শিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে পারস্পরিক সম্মান এবং পারস্পরিক সার্থের পরিবেশ বজায় রাখতে চায়। এটা কারো কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যায় না এবং অন্যদেরকে এর বিষয়ে নাক গলাতে দেয় না। ইসলামী ইমারত বিশ্বকে নিশ্চিত করছে যে, এর ভূমি কাউকে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেয় না, অনুরূপভাবে, প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এটা ইসলাম ধর্মের শিক্ষার আলোকে এবং আমাদের জাতীয় সার্থের আলোকে সকল আন্তর্জাতিক আইনসমূহ ও চুক্তিকে সম্মান করে। আমরা অভিনন্দন জানাই ঐ সকল সরকার যারা গণ-বিপ্লবের পরে ক্ষমতায় এসেছে এবং আরবদেরকে তাদের নতুন জীবন ও অবস্থার প্রতি এবং আমরা তাদের অগ্রগতি, উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং তাদের জীবনে ইসলামী শিক্ষার আনুগত্যের জন্য দুয়া করি"। (১৪৩৩ সনের বরকতময় ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে একটি বার্তা)

ইমারত থেকে আরও বলা হয়, "ইসলামিক ইমারত বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সাথে এবং অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্মান অনুযায়ী কাজ করতে চায়। ইসলামী ইমারত পূর্বে কারো ক্ষতি করেনি, এখনও করে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। অনুরুপভাবে, এটা কাউকে আফগানের ভূমিকে অন্য কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেয় না"। (ফ্রান্সের গবেষণা সম্মেলনে ইমারতের ঘোষণাপত্র)

৯ ইসলামী ইমারতের আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র বলেন, "সম্প্রতি অঞ্চলের কিছু রাষ্ট্র- ইন্ডিয়া, চীন ও রাশিয়া- উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, যদি আমেরিকান বাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তারা এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে, তাহলে এ অঞ্চলে একটা অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ আফগানিস্তান থেকে হুমকির সম্মুখীন হবে। আমরা এরূপ উদ্বেগকে পশ্চিমা গোয়েন্দা-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে দেখছি এবং আমরা এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ করছি, যেন তারা নিজেদের জন্য তথ্য নিরূপণ করে নেন এবং বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে বার্তা প্রচার করেন। ইসলামিক ইমারত জবাবদিহিতার ভূমিকায়, সবাইকে নিশ্চিত করছে যে, আফগানিস্তান থেকে এ অঞ্চলের কোন রাষ্ট্রের প্রতি বা কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি কোন প্রকার ক্ষতি আসবে না। আমরা আমাদের জাতির জন্য এবং এ অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চাই (এ অঞ্চলের কিছু রাষ্ট্রের উদ্বেগ প্রসঙ্গে ইমারতের মুখপাত্রের মন্তব্য)।

১০ ইমারত থেকে বলা হয়েছে, “সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী ইমারত, সঙ্গতিপূর্ণ এবং যুক্তিসম্মত পররাষ্ট্র নীতির আলোকে, পারস্পরিক সম্মান, সমতা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাথে ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে। ইমারত রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিমণ্ডলকে আরও বর্ধিত করতে চায়, এবং অনুরূপভাবে বিশ্বের সাথে প্রসারিত হতে চায়। ইসলামিক রাষ্ট্র ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক হল সেই শিকলের একটি আংটা। ইরানের অনুরোধ এবং আহবান, ইসলামি ইমারতের রাজনৈতিক কার্যালয় প্রধানের প্রতিনিধিদল ও সহায়ককে সাথে নিয়ে সাক্ষাৎ করা এবং ইরানী কর্মকর্তাদের ইতিবাচক আলোচনা এ সবই হল যে ইসলামী ইমারতের সঠিক, বিচক্ষণ, যুক্তিসঙ্গত এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির স্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু, প্রতিনিধি দলের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির প্রচেষ্টা এবং আফগান অভিবাসীদের বিষয়টিকে নিয়ে তাদের আলোচনা করা এটাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মূখ্য ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল আফগান জাতির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পুরণ করা এবং জাতির সর্বোচ্চ স্বার্থ অর্জন করা ছাড়া আর কিছু নয়। ইরান একটি ইসলামিক জাতি, যার আফগানিস্তানের সাথে সীমান্ত রয়েছে, এর মধ্যে ২ মিলিয়নের বেশি আফগানরা আছেন, এর কাছে অনেক প্রাকৃতিক তেল রয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল, এর একটি সমুদ্র সৈকত রয়েছে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতি এই অঞ্চলের মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্বে। এসব স্বার্থই এই দুই দেশকে একত্রে আনে এবং একে অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বাধ্য করে সাধারণ জনগনের স্বার্থে, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে অটুট রাখতে (ইমারতের পররাষ্ট্রনীতি জাতির সর্বোচ্চ স্বার্থকে চিত্রিত করে)

ইমারত থেকে আরও বলা হয়েছে, “ফারস সংবাদ-প্রতিষ্ঠান একটি সংবাদ প্রচার করেছে ইসলামী ইমারতের প্রতিনিধিদলের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে, এবং ইসলামী ইমারত এই সংবাদকে নিশ্চিত ও সমর্থন করছে। সম্প্রতি, ইসলামী ইমারতের রাজনৈতিক শাখার প্রধান দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিনিধিদল ইরানের রাজধানী তেহরানে তিন দিনের সফরে যান। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা এবং প্রতিনিধিদল ফিরে এসেছেন উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোচনার পর। [...] সফরকালীন অবস্থায়, যা ইরানী সরকারের আনুষ্ঠানিক আহ্বানের মাধ্যমে হয়েছিল, ইসলামী ইমারত সাধারণ লোকজন ও মুজাহিদীনদের বার্তা ও প্রয়োজনের কথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল সমূহের কানে পৌঁছে দিতে সফল হয়েছে। তারা ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা করেছেন।[...] আমাদের অবশ্যই এটা বলা উচিত যে ইসলামি ইমারত সর্বদা এ অঞ্চলের রাস্ট্রসমূহের সাথে ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্মান কাঠামোর আলোকে সম্পর্ক অটুট রাখতে চেয়েছে এবং এ ব্যাপারে এখনও কোন ব্যতিক্রম নেই”। (আল-কারি মুহামামদ ইউসুফ আহমাদির বক্তব্য, ইসলামি ইমারতের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে)

মোল্লা ওমর বলেছেন, “এটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দায়িত্ব যে, সে এই ধূর্ত শত্রুর সর্বপ্রকার অভিশপ্ত চক্রান্তসমূহকে ব্যাহত করে এবং তাকে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজনের আগুন জালানোর সুযোগ না দেয়। আমেরিকানদের কর্মপন্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ইরাকের মুসলিমদেরকে শ্রেণীবিভক্ত করা, শিয়া এবং সুন্নি আখ্যায়িত করার মাধ্যমে এবং আফগানিস্তানে পাশতুন, তাজিক, হাযারা ও উজবেক এর মাধ্যমে, যাতে করে গণআন্দোলনের ও তার সাথে সশস্ত্র প্রতিরোধের জোর ও কাঠিন্য হ্রাস পায়।[...] অতএব, আমি ইরাকের ভাইদেরকে অনুরোধ করছি শিয়া ও সুন্নীর নামে যে পার্থক্য রয়েছে তাকে পেছনে রেখে দখলদার শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়তে, কারণ বিজয় একতা ছাড়া সম্ভব নয়”। (ইরাক ও আফগানিস্তানের মুজাহিদ জাতির প্রতি বার্তা)

বিঃদ্রঃ কিছু মুহাজিরিন যারা খোরাসানে দীর্ঘদিন ছিলেন আমাকে জানিয়েছেন যে, আফগানিস্তানে এবং ওয়াযিরিস্তানে কিছু উর্ধ্বতন কমান্ডাররা রয়েছেন যারা সন্দেহ পোষণ করেন যে, মুল্লাহ উমার আদৌ বেঁচে আছেন এবং তাঁরা নিশ্চিত যে তিনি হয় নিহত হয়েছেন বা কারাবন্দি হয়েছেন, কারন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বর্তমান ক্রুসেডার হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তাদের কেউ তাকে দেখেনি। এছাড়াও তারা মোল্লা উমরের ছেলের উদ্ধৃতি পেশ করেন যে, তাকে গত ১২ বছর ধরে দেখেনি। সুতরাং, এমন হতে পারে যে, এই কথাগুলো যার মধ্যে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা রয়েছে সত্য থেকে, তা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে এসেছে । এবং যদিও কেউ তার পূর্বের কথার মধ্যে কোন উদাহরণ খুজে পায় যা তার বর্তমান বার্তাসমূহ এর প্রতি আরোপ করা হচ্ছে, সে কথাগুলো ভুলের দিক দিয়ে এতটা প্রকট ছিল না, আল্লাহু মুস্তায়ান।

আমেরিকার পোষা কুকুর: হামদ ইবন খালিফাহ আথ-থানি